দৈনিক
ইনকিলাব

23 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এমপিওভুক্তির সুবিধা জানুয়ারি থেকেই শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

এমপিওভুক্তির জন্য অপেক্ষমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলতি জানুয়ারি থেকেই এর সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে। এ জন্য আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই এমপিওভুক্তির নীতিমালা চূড়ান্ত হচ্ছে। চূড়ান্ত হওয়ার পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নীতিমালা জানিয়ে দেয়া হবে। এ নীতিমালা অনুসারেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তির আবেদন করবে। দেশে বর্তমানে ৪ হাজার ৬৯৩টি অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া আরো প্রায় ৭ হাজার নতুন আবেদন জমা পড়েছে।

নতুন নীতিমালায় পর্যায়ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির আওতায় আসবে। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ভালো শিক্ষার জন্য এমপিওভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তার সাথে সাথে শিক্ষকদের উন্নয়নে আমরা কাজ করতে চাই। এমপিওভুক্তিতে দুয়েক মাস দেরী হলেও সুবিধাটা তারা জানুয়ারি থেকেই পাবে। আশা করছি এক সপ্তাহের মধ্যে নীতিমালাও চূড়ান্ত হয়ে যাবে। গত আগস্টে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদকে প্রধান করে এমপিওভুক্তি নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

১৯৯৭ সালে এমপিওভুক্তির জন্য সর্বশেষ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ নীতিমালার আলোকেই কমিটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করছে। নতুন নীতিমালায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো ও শিক্ষক নিয়োগসহ পৃঃ ১২ কঃ ৩

এমপিওভুক্তির সুবিধা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেশকিছু বিষয়ে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সর্বশেষ ২০০৪ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। বর্তমানে দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ২৬ হাজার ৩৪০টি। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৫ হাজার ৫১৫টি, কলেজ ২ হাজার ৩৮৬টি, মাদ্রাসা ৭ হাজার ৩৫৪টি ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান ১ হাজার ৯৫টি। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক বিবেচনায়ই সর্বাধিক প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। সরকারী সুযোগ-সুবিধা নিলেও এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষাক্ষেত্রে কোন অবদানই রাখতে পারছে না। অনেক প্রতিষ্ঠানে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যাই বেশী। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রসঙ্গে বলেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা বিভিন্ন বিভাগে টিম গঠন করে দিয়েছি। তারা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনা করে আমাদের রিপোর্ট দিয়েছে। এর মধ্যে দুই-তিনটি বিভাগের কার্যক্রম খুবই দুঃখজনক। আমরা বাস্তবতার কারণে এগুলো বন্ধও করে দিতে পারছি না। তবে জনগণের অর্থ যাতে সঠিকভাবে ব্যয়িত হয় আমরা সে পদক্ষেপ নেব।